বিদেশিনী

:মূল্য ৵০:

বিদেশিনী

কাহিনী

চাঁদনী রাত। প্রায় ন'টা। ব্ল্যাক আউট সত্ত্বেও কলকাতার রাস্তায় জনতা ও যানবাহনের বিরাম নেই। হঠাৎ শহর সচকিত হয়ে উঠল আতঙ্কে। সাইরেন বেজে উঠেছে। এই বিপদের মাঝে এয়ার রেড সেল্টারে প্রকাশ ও মমতার প্রথম পরিচয়।

মমতার ভাই দুলাল একটু দুষ্ট প্রকৃতির। বোমার শব্দ শুনে সে আর স্থির থাকতে পারলে না। মজা দেখবার জন্যে সেন্টার থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। মমতাও ছুটলো তাকে ধরে আনতে। প্রকাশ শিক্ষিত যুবক। বিপদের মাঝে একা মমতাকে যেতে দেখে চুপ করে থাকতে পারলো না। সেও চললো মমতার সাহায্যে তার ভাইকে খুঁজতে।

কিছুক্ষণ পরেই "অল ক্লিয়ার" হয়। আবার চারিদিকে লোকের সাড়া পড়ে যায়।

অনেক কষ্টে দুলালকে খুঁজে পাওয়া গেল এ. আর পি'র ফার্ষ্ট এড সেনটারে। মমতা ভাইকে নিয়ে বাড়ী যায়। প্রকাশের তখন খেয়াল হয়, তাড়াতাড়িতে ওদের ঠিকানাটা নেওয়া হয় নি। মমতার সঙ্গে দেখা হওয়ার আর কোন পথই রইল না।

ক্ষুণ্ণমনে প্রকাশ বাড়ী ফেরে।........

প্রকাশের বাবা সত্যশিব চৌধুরী মস্ত ধনী। মস্ত বড় তাঁর চালের ব্যবসা। বোমার ভয়ে, প্রাণের দায়ে, তিনি কাশী চলে যাচ্ছেন। কিন্তু প্রকাশের মন আর শহর ছেড়ে যেতে চায় না! ব্যবসা দেখার অজুহাতে সে শহরে থেকে যায়।

মমতার কোন সন্ধানই প্রকাশ পায় না। তাকে দেখবার আর কোন আশাই হয়ত নেই। কিন্তু ভাগ্য-দেবতা প্রকাশের ওপর প্রসন্ন হলেন। দৈবক্রমে দুলালের সঙ্গে একদিন তার দেখা। তাকে নিয়ে প্রকাশ গেল মমতার বাড়ী। প্রথমেই দেখা হয় মমতার বাবা যজ্ঞেশ্বর রায়ের সঙ্গে। এখন উপায় ? মমতার সঙ্গে দেখা করবার কোন সঙ্গত কারণ তার-নেই! বাধ্য হয়ে তাকে ছলনার আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু মমতার কাছে তার সব চালাকী ফাঁস হয়ে যায়। বেচারা ফিরে আসে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে।

মমতাদের আর্থিক অবস্থা এখন মোটেই ভাল নয়। একদিন এরাও ছিল

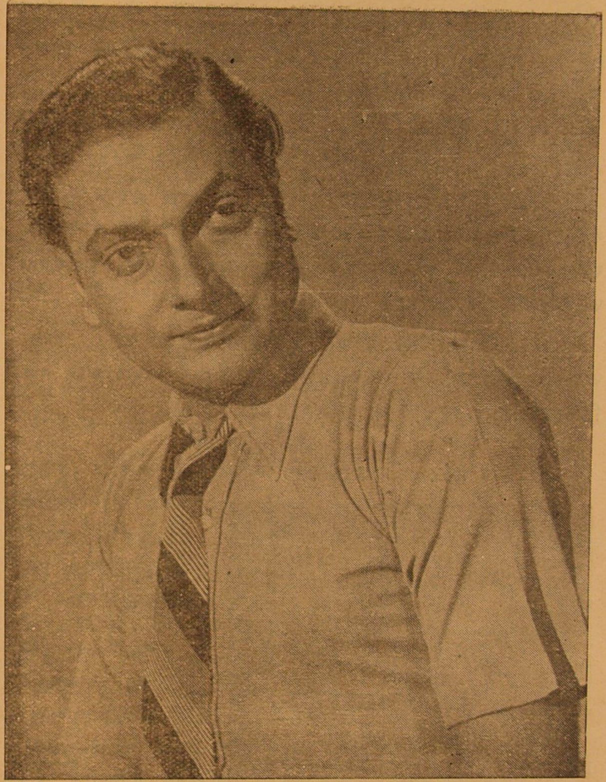

ধনী। কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ গরীব।

তাই প্রকাশ অনেক দিক দিয়ে এদের সাহায্য করবার চেষ্টা করে; কিন্তু প্রত্যেকবারেই মমতা তা উপেক্ষাভরে প্রত্যাখ্যান করে।

• • •

মমতাদের দুরবস্থা চরমে উঠেছে। দিন যেন আর চলে না।

• • •

প্রকাশেরও মমতাহীন দিন আর কাটে না!

অনেক ভেবে চিন্তে প্রকাশ এক উপায় স্থির করে। তার নিজের আপিসে চাকুরী দিয়ে সাহায্য করবে বলে মমতাকে তার না-করা-দরখাস্ত মঞ্জুরীর চিঠি দিয়ে দেখা করতে লিখে পাঠায়।

মমতা ঠিক বুঝতে পারে না। তবুও যায় দেখা করতে। এবারও মমতার কাছে প্রকাশের সব ফন্দি ধরা পড়ে। এটা কিসের আপিস এবং কে এর মালিক তা মমতা টের পায়। বার বার এ-রকম অযাচিত সাহায্য করতে চাওয়ার মূলে কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে বলে তার সন্দেহ হয়। মমতা বলে—হাজার হাজার লোকের মুখের অন্ন কেড়ে নেওয়া যার ব্যবসা তার চাকুরী আমি করি না।

প্রকাশ মমতাকে তাদের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার কথা বলে। মমতা এতে নিজেকে অপমানিত মনে করে এবং বলে—"দরকার হ'লে বরং সিনেমাতে কাজ করব তবুও আপনার এখানে নয়।"

* * *

শহরে হৈ চৈ পড়ে গেছে। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন। পোষ্টারে পোষ্টারে

বাড়ীর দেওয়ালগুলো ছেয়ে গেছে। স্বপনপুরী টকিজের 'বিদেশীনী' ছবি তোলা হচ্ছে।

প্রকাশের কেমন যেন সন্দেহ হয়। সে স্বপনপুরী টকিজের আপিসে যায়। মমতা সত্যিই একষ্ট্রা হিসাবে সেখানে কাজ করছে।

পাকে প্রকারে প্রকাশ কোম্পানীর অংশীদার ও বিদেশিনী ছবির নায়ক হয়।

মমতাও এখন বিদেশিনী ছবির নায়িকা।

বিদেশিনী ছবির কাজ খুব জোরেই চলছে। এমন সময় ঘটে এক ব্যাপার! মমতাকে আসন্ন-বিপদ থেকে বাঁচাতে গিয়ে প্রকাশ পড়ে পরিচালক মহাশয়ের কোপে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশের ষ্টুডিও প্রবেশ নিষেধ!

কাশীতে বসে সত্যশিব চৌধুরী পুত্রের সব কীর্ত্তি কাগজে দেখলেন। ফিরে এলেন তিনি কলকাতায়। তিরস্কার করেন পুত্রকে। প্রকাশ বোঝাবার চেষ্টা করে যে সিনেমায় কাজ করা যতটা খারাপ মনে হয় সত্যিই ততটা নয়। কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত। প্রকাশকে বাড়ী থেকে বার হয়ে যেতে হয়।

একে একে সব দরজা বন্ধ হয়ে যায় প্রকাশের। তা যাক। কিন্তু মমতার কাছে তাকে যেতেই হবে। ছদ্ম-বেশে গেল সে ষ্টুডিওতে মমতার কাছে। জনতার দৃশ্য হচ্ছে। এই সুযোগে সে জানাতে গেল মমতাকে তার মনের কথা। ধরা পড়ে প্রকাশের ছদ্ম-বেশ। কথা শেষ হওয়ার আগেই তাকে বেরিয়ে আসতে হ'ল আবার ষ্টুডিও থেকে রাস্তায়।

মমতা সিনেমা ছেড়ে দিয়েছে।.........

প্রকাশ নিরুদ্দেশ।......

স্নেহময় পিতা পুত্রের খবর না পেয়ে ষ্টুডিওতে যান প্রকাশের খোঁজে। কোম্পানী উঠেছে লাটে। ভাঙ্গা আসর জাঁকিয়ে বসে আছেন পরিচালক মহাশয় একা। পিতা খবর পেলেন, যেখানে নায়িকা সেই খানেই নায়ক।

বৃদ্ধ চললেন নায়ক নায়িকার সন্ধানে .....

তারপর? রূপালী-পর্দ্দায় দেখতে পাবেন—বিচিত্র এই রোমান্সের সমাপ্তি

বিদেশিনীর গান

(১)

মনে মনে চল্‌ছে কিসের জাল বোনা,
নামটী কি তার বল্‌ব ? না না বল্‌ব না।
ঝোড়ো হাওয়া হাহা করে
সেই যে সুদূর তেপান্তরে,
সেখানে তার পায়ের ধ্বনি
থেকে থেকে যায় শোনা।

কোন গোয়ালে ছিল
পেল কেমন করে ছাড়া ;
একলা মাঠে চরে বেড়ায়
কেন বেচারা।

রাজার কুমার হবে বুঝি,
নিঝুম পুরী বেড়ায় খুঁজি,
কবে এসে ঘুম ভাঙ্গাবে
শুধু তারই দিন গোণা।

—দুলাল ও মমতা

(২)

থেকে থেকে কার যেন ছায়া পড়ে
গহন নিথর নীল সায়রে।
চেনা কি সে অচেনা,
নীল জল জানে না,
শুধু কি যে সুখে ভরে
সারা তনু শিহরে
মনে মনে ভাবে সে
কেন এই দোলা হায়,
কোন অতলের ঘুমে
এ স্বপন ভোলা যায়।

তবু কাণ পেতে রয়,
আকুল বাতাস বয়।
উথলে উতলা ঢেউ
হিয়া হ'তে অধরে।

—মমতা।

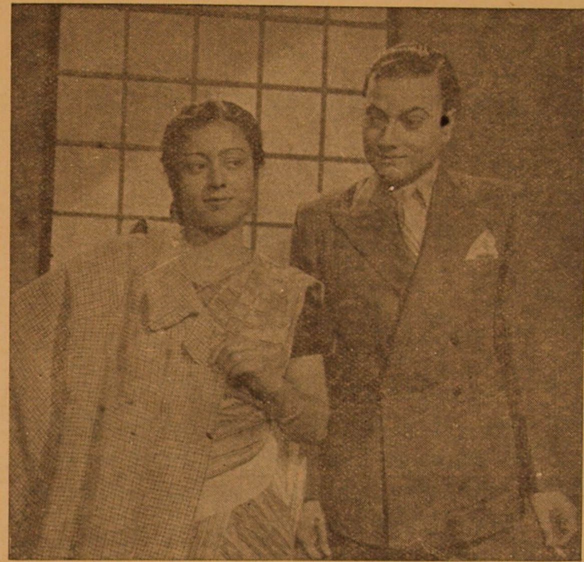

(৩)

হাসিটুকু লুকাবে আর কোথায় বল
বিদায় বেলায় মিছেই নয়ন ছলছল
বাঁধন বুঝি ছিল কিছু,
তীরের মায়া টানে পিছু,
তবু দূরের হাওয়ার টানে
তরী তোমার টলমল।

চৈতালি বন ঝরিয়ে পাতা
সাজে যত নিরাভরণ,
তবু জানি অন্তরে তার
কোন নূতনের চলে বরণ ;

চোখের জলে গত নিশির
ব্যথাটুকু বহে শিশির,
তবু নূতন আশার আলোয়
হৃদয় তাহার ঝলমল।

—সহচরী।

(৪)

বল্‌তে কি চাই যাই ভুলে,
মুখের পানে তাকাও যখন চোখ তুলে।
অনেক কথা ছিল বুঝি,
কোথায় গেল পাইনা খুঁজি,
হারায় অতল নয়ন-তলে
হারায় তোমার কালো চুলে।
রাতের মনের কথা যত তারায় তারায় ;
উদয় গগন পানে চেয়ে যেমন হারায়,
তেমনি তোমার কাছে এসে
চেয়ে থাকি অনিমেষে।
বাণীহারা সুরে শুধু
নীরব হৃদয় ওঠে দুলে।

— সুনন্দা।

(৫)

চেয়ে রই শুধু দূর গগন পানে।
উতলা পবন বিজলী চমকে
হৃদয় গুমরি' মরে।
বিধুর ধরা যে আজও পিয়াসী
বিরহ তাপে বিদরে' ;
মিটিবে কবে আশা কেবা জানে।
বঞ্চিত হিয়া রহিয়া রহিয়া
স্বপনে হেরে যার ছায়া,
যত দূরে চাই নাই সে যে নাই
শুধুই মরুমায়া ;
যুগ যুগ গেল বিফল ধেয়ানে।

—সুনন্দা।

এম. পি. প্রোডাকসন্সের নিবেদন

কানন দেবী রূপায়িত

বিদেশিনী

রচনা ও পরিচালনা : প্রেমেন্দ্র মিত্র

সঙ্গীত : কমল দাসগুপ্ত

প্রধান ভূমিকায় : ধীরাজ ভট্টাচার্য্য

অন্যান্য ভূমিকায় : শৈলেন চৌধুরী (এন্. টি'র সৌজন্যে), জীবেন বসু, রবি রায়, কানু বন্দ্যো (এঃ), শ্যাম লাহা, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, আশু বসু, কৃষ্ণধন মুখার্জ্জি, বেচু সিংহ, সত্যেন ঘোষাল, শ্রীমান কেশব রায়, বীরেন ভঞ্জ, বৃন্দাবন চট্টো, কুঞ্জ দাস, প্রফুল্ল দাস, বিপিন বসু, যতীন দাস, রবীন দত্ত

এবং

প্রভা, ছায়া, শান্তা, রেবা বোস।

—কর্ম্মীসঙ্ঘ—

চিত্রশিল্পী : বিভূতি লাহা — শব্দযন্ত্রী : যতীন দত্ত

সম্পাদক : সন্তোষ গাঙ্গুলী — রসায়নাগরিক : শৈলেন ঘোষাল

শিল্প-নির্দ্দেশক : তারক বসু — ব্যবস্থাপনা : বিমল ঘোষ

রূপসজ্জা : রামু

—সহকারী—

পরিচালনায় : বিভূতি চক্রবর্ত্তী, নির্ম্মল তালুকদার, অমল বসু, বীরেন মুখার্জ্জি।

চিত্রশিল্পে : নিধু দাস গুপ্ত, অনিল গুপ্ত, সাধন রায়, অরুণ বসু।

শব্দযন্ত্রে : গোবিন্ মল্লিক, তরুণী রায়।

সম্পাদনায় : কমল গাঙ্গুলী — রূপসজ্জায় : বসীর ও ফকরু।

ব্যবস্থাপনায় : সুবোধ পাল, নিতাই সিংহ, যাদব চক্রবর্ত্তী।

রসায়নাগারে : শৈলেন চ্যাটার্জ্জি, জীবন ব্যানার্জ্জি, নিরঞ্জন সাহা, ভোলা মুখার্জ্জি।

নির্ভরশীল গ্যারাণ্টিযুক্ত
এ্যাসিড্ প্রুভড্
22 CT.
রোল্ডগোল্ড

গহনাই লৌকিকতা ও সম্ভ্রম রক্ষা করিতে অদ্বিতীয়। ইহা খাঁটি সোনারই অনুরূপ।
★ বিক্রয়কালে ক্যারেট সোনার অর্দ্ধ মূল্য দেওয়া হয়।
★ ।০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে ক্যাটালগ দেওয়া হয়।

ইণ্ডিয়ান রোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড কোং
২১০, বহুবাজার ষ্ট্রীট, এবং ১, কলেজ ষ্ট্রীট :::: কলিকাতা

অভিনব রূপ পরিকল্পনায়—

সুশিক্ষিত ও সুনিপুন শিল্পীগণের দ্বারা হালকা ওজনের হাল ফ্যাসানের গহনা প্রস্তুত করাই আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমাদের দোকানে নানাবিধ আধুনিক ডিজাইনের অলঙ্কার প্রস্তুত ও বিক্রয় হয়। মফস্বলে ভি পি-তে জিনিষ পাঠান হয়। পুরাতন স্বর্ণের বদলে নুতন অলঙ্কার পাওয়া যায়। মজুরী সুলভ।

বিঃ দ্রঃ—বিলাতী ব্রোঞ্জের উপর এক আনা হইতে উর্দ্ধে প্রতিগাছা চুড়ি তৈয়ারী করাই আমাদের বিশেষত্ব। মজুরী প্রতিগাছায় (ব্রোঞ্জ সহ) ২॥০ টাকা মাত্র।

আইডিয়েল জুয়েলারী
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স — হেড্ অফিস ২১০, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলি:
সাব অফিস—১২০।১, পি. আর. লেন (শান্তি পল্লী) টালীগঞ্জ :: কলিকাতা

● রণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক ৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত
● জি সি রায় কর্ত্তৃক ৮৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা জুভেনাইল আর্ট প্রেস হইতে মুদ্রিত